চার্বাক দেহাত্মবাদ

প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকগণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত কোন বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজি নন। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না বা জানা যায় না এমন সকল বিষয়ের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হল আত্মা। এই আত্মার দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব চার্বাকগণ স্বীকার করেন না। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি অধ্যাত্মবাদীদের আত্মা সম্পর্কিত বক্তব্য প্রথমে জেনে নিই, তাহলে চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে কোন সমস্যা হবে না।

ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। আত্মা দেহে আশ্রিত ঠিকই, কিন্তু তা থেকে ভিন্ন এক চেতন সত্তা। দেহ অনিত্য হলেও আত্মা নিত্য। জড় দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না।(ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে)। বৌদ্ধগণ বাদে আর সকল ভারতীয় দার্শনিক আত্মাকে নিত্য ও শাশ্বত সত্তা বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই বক্তব্য স্বীকার করলে, চার্বাকদের ‘প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ’ - এই ব্যাখ্যা থেকে সরে আসতে হয়। যা স্পষ্টতঃই সম্ভব নয়। তাই চার্বাকগণ আত্মতত্ত্বের উপরোক্ত বক্তব্য স্বীকার না করে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। চার্বাকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও আত্মা অস্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, ‘চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা’ (চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা)। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যেমন দেহের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আন্তর প্রত্যক্ষে চৈতন্যকে জানা যায়। এই চৈতন্য অতীন্দ্রিয় আত্মার ধর্ম হতে পারে না। তা প্রত্যক্ষগোচর দেহেরই ধর্ম। তাই তাঁরা বলেন, ‘দেহ এব আত্মা’ অর্থাৎ দেহই আত্মা। চৈতন্য প্রত্যক্ষগোচর এই দেহেরই গুণ।

চার্বাকমতে, মানবদেহ প্রত্যক্ষযোগ্য জড় চতুর্ভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের) স্থূল কণা দ্বারা গঠিত। এই উপাদানগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হলে যে দেহ উৎপন্ন হয়, সেই দেহে চৈতন্যরূপ এক নতুন গুণ আর্বিভূত হয়। দেহ হতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। চার্বাকগণ আরও বলেন, যদিও জড় চতুর্ভূতের কোনটিতেই চৈতন্যরূপ গুণের উপস্থিতি নেই, তবুও তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। যেমন বাস্তবে পান, চুন, খয়ের সুপারি - এদের কোনটিতে লাল আভা নেই, তবুও তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণে একত্র চর্বণ করলে লালবর্ণরূপ নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। আবার মাদকতা উৎপাদক বস্তু যেমন চাল, গুড় ইত্যাদিতে মাদকতা গুণ না থাকলেও তাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিশেষরূপে একত্রে মিশ্রিত করলে মাদকতরূপ গূণের আবির্ভাব ঘটে। তেমনি জড় চতুর্ভূতের নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রণে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে।(চতুর্ভ্যঃ খলু ভুতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে)। দ্বীপশিখা যেমন সলিতা ও তৈলের পরিণামমাত্র, চৈতন্যও তেমনি দেহের পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই চার্বাকমতে, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। যেখানেই চৈতন্য, সেখানেই তা দেহান্তর্গত। যেখানে দেহ নাই, সেখানে চৈতন্যও নাই। এরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে বোঝা যায় যে চৈতন্য দেহের ধর্ম। মৃত্যুকালে দেহের বিনাশ ঘটলে চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়। দেহের বিনাশে চৈতন্যের অবস্থিতি সম্ভব নয়। একটি প্রদীপের অগ্নি ও তার আলোকের মধ্যে অগ্নি যতক্ষণ থাকে, আলোও ঠিক ততক্ষণই থাকে। অগ্নি না থাকলে আলোও থাকে না। তেমনি যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ চৈতন্য থাকে। দেহ বিনষ্ট হলে বা ভস্মীভূত হলে চৈতন্যও থাকে না। তাই চার্বাকগণ বলেন, 'চৈতন্যবিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষ' (আত্মা) অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। আত্মা সম্পর্কিত চার্বাকদের এই মত দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ নামে খ্যাত।

চার্বাকগণ তাঁদের দেহাত্মবাদের সপক্ষে যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেছেন, সেগুলি আমরা নিম্নরূপভাবে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমতঃ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই সকলে আত্মারূপে গ্রহণ করে বলে সবাই ‘আমি স্থূল’, ‘আমি কৃশ’ - ইত্যাদি বলে থাকে। এখানে ‘আমি’ বলতে সকলেই দেহকেই বোঝে। রাহুর মস্তক ও রাহু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও লোকে যেমন ‘রাহুর মস্তক’ কথাটি ব্যবহার করে থাকে, তেমনি আমার দেহ ও আমি অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও লোকে ‘আমার দেহ’ - কথাটি ব্যবহার করে থাকে। আসলে এটি একটি ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র। মস্তক ব্যতীত রাহুর যেমন কোন পৃথক সত্তা নেই, সেরূপ দেহাতিরিক্ত আত্মারও পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই।

দ্বিতীয়তঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্র উল্লেখ করে চার্বাকগণ বলেন, ব্রহ্মী, ঘৃত, প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে দেহ পুষ্ট হয়। সাথে সাথে চৈতন্যও পুষ্ট হয় - অর্থাৎ দেহ পুষ্ট হলে চৈতন্য বা বুদ্ধি পুষ্ট হয়। এখানে দেহের সাথে চৈতন্যের সহপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কাজেই বুঝতে হবে দেহের সাথে চৈতন্যের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।

তৃতীয়তঃ দেহের বিশেষ অংশ যেমন মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ পীড়িত হলে মানসিক শক্তি কমে যায়। আবার বৃদ্ধ বয়সে শরীর কৃশ হয়ে গেলে বুদ্ধির ক্ষীণতা এবং দুর্বলতা বাড়ে।

চতুর্থতঃ জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলীর তারতম্য অনুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী মেষের মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী অপেক্ষা উন্নত হওয়ায় মানুষের বুদ্ধি মেষের বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক উন্নত।

এছাড়াও চার্বাকগণ শ্রুতিবাক্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘স বা এব পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ’ - অর্থাৎ সেই এই পুরুষ অন্নরসেরই বিকার। এই বক্তব্য দেহাত্মবাদেরই সাধন করে। প্রত্যক্ষ অনুভবে প্রমাণিত হয় অন্নরস দেহকে বর্দ্ধিত করে। শ্রুতি বলে, সকলেই স্বীকার করে যে, মানুষ নিজেকে সর্বোপরি নিজের আত্মাকে বেশী ভালোবাসে। আবার দেহকেও মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। তাই শ্রুতি অনুসারেও বলা যায় দেহই আত্মা

উপরোক্ত যুক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে চার্বাকগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত দেহরূপী পুরুষই আত্মা। দেহই চৈতন্যের আশ্রয়। দেহ ও আত্মা অভিন্ন।

সমালোচনা ঃ চার্বাকগণ তাঁদের দেহাত্মবাদের সপক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপন করলেও অন্যান্য অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। যেগুলি নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১) চেতনা যদি দেহের ধর্ম হয়, তাহলে তা দেহ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা নয়। অথচ মূর্ছা, সন্ন্যসরোগ, সুষুপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেহ থাকলেও চেতনা থাকে না অর্থাৎ চেতনা ব্যতিরেকে দেহের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। তাই চেতনা কখনো দেহের ধর্ম হতে পারে না।

২) চেতনা যদি দেহের ধর্ম হত, তাহলে অন্যান্য জড় বস্তুর ধর্মের মত চেতনাকেও কোন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হত। কিন্তু বাস্তবে চেতনাকে কোন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

৩) চৈতন্যকে দেহের ধর্ম হিসাবে স্বীকার করলে, একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করলে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চেতনা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু একই দেহে ভিন্ন ভিন্ন চেতনার মধ্যে ঐক্য থাকা সম্ভব নয়। এক দেহে অনেক চেতনার মধ্যে ঐক্য থাকা সম্ভব নয়। এক দেহে অনেক চেতনা মধ্যে বিরুদ্ধ ইচ্ছার উৎপত্তি হলে দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেহ নিষ্ক্রিয় নয়, পরন্তু সর্বদা সক্রিয়। তাই চৈতন্যকে কোনমতে দেহের ধর্ম বলা যায় না।

৪) দেহাত্মবাদে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না। দেহ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যভেদে দেহ পরিবর্তনশীল। তাই দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে পূর্বদিনের জ্ঞাত বিষয়ের আজকে স্মরণ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমাদের স্মরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না। আর এর ব্যাখ্যা তখনই সম্ভব যখন যদি একটি স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় - যা পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে। আবার ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজেই স্মৃতি। প্রত্যভিজ্ঞা ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

৫) চৈতন্য দেহ বা জড়ের ধর্ম হলে অন্যান্য জড় ধর্মের মত চৈতন্যকেও অনেক ব্যক্তির পক্ষে এককালে দেখা সম্ভব হবে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কেবল নিজের মানসিক বিষয়েরই অন্তঃপ্রত্যক্ষ হয়। অপরের ঐ মানস বৃত্তির প্রত্যক্ষ হয় না। কাজেই চৈতন্য দেহের ধর্ম নয়।

৬) চেতনা দেহের ধর্ম হতে পারে না। কারণ যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন চেতনার ক্রিয়া চলতে থাকলেও দেহ নিষ্ক্রিয় থাকে।

৭) দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে কর্মবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দেহ আত্মা হলে ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল ভোগ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, চার্বাকগণতো প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত কোন বিষয়ের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। তাহলে তাঁদের পক্ষে ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে চৈতন্যের উৎপত্তিও কখনো প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। তাই দেহাত্মবাদও স্বীকার্য নয়।

তাই অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ নাস্তিক চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত তত্ত্ব গ্রহণ না করে তাঁরা বলেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে। আর চৈতন্য হল সেই আত্মার ধর্ম। এটি সবাইকে স্বীকার করতেই হবে।